85108 - কাফরেদরে ধর্মীয় উৎসবরে হাদয়িা গ্রহণ করা

প্রশ্ন

আমার প্রতবিশেনিী একজন আমরেকিান খ্রস্টিান। খ্রস্টিমাস উপলক্ষে তনিি আমাকে কছিু হাদয়িা পাঠয়িছেনে। আমি তাকে এ হাদয়িাগুলো ফরেত দতিে পারছি না; যাতে তনিি রগেে না যান!! আমি কি এ হাদয়িাগুলো গ্রহণ করতে পারি যভোবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফরেদরে পাঠানো হাদয়িা গ্রহণ করছেনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। এক:

মূলতঃ কাফরেরে দয়ো হাদয়িা গ্রহণ করা জায়যে; এতে করে তার সাথে সখ্যতা তরৈি হয়, তাকে ইসলামরে দকিে আকৃষ্ট করা যায়। ঠকি যমেনভিাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুকাওকাস ও অন্যান্য কছিু কছিু কাফরেরে হাদয়িা গ্রহণ করছেলিনে।

ইমাম বুখারি তাঁর সহহি গ্রন্থে একটি পরচ্ছিদেরে শরিোনাম দনে এভাবে: "মুশরকিদরে হাদয়িা গ্রহণ শীর্ষক পরচ্ছিদে"। বুখারি (রহঃ) বলনে: আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে: ইব্রাহমি (আঃ) সারাকে নয়িে সফরে বরে হলনে। তনিি এমন একটি গ্রামে প্রবশে করলনে যখোনে ছলি একজন বাদশাহ বা প্রতাপশালী। তনিি বললনে: সারাকে উপঢৌকন হসিবেে 'হাজরো' কে দাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে (রোস্টকরা) বষিযুক্ত বকরী হাদয়িা পাঠানো হয়ছেলি। আবু হুমাইদ বলনে: আইলার বাদশাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে একটি সাদা রঙরে খচ্চর ও একটি চাদর উপহার পাঠয়িছেলি এবং তাঁর নকিট তাদরে কবতিার ছন্দ ব্যবহার করে চঠিি লখিছেলি। এক ইহুদি নারী কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বষিমাখা ছাগল হাদয়িা দওেয়ার ঘটনাও তনিি উল্লখে করছেনে। দুই:

হৃদ্যতা তরৈরি জন্য ও ইসলামরে প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কোন মুসলমানরে পক্ষ থকেে কাফরেকে বা মুশরকিকে উপহার দয়ো জায়যে। বশিষেতঃ যদি প্রতবিশেী হয় অথবা আত্মীয় হয়। উমর (রাঃ) মক্কায় বসবাসকারী তাঁর মুশরকি ভাইকে একটি হুল্লাহ (এক ধরনরে পোশাক) উপহার দয়িছেলিনে।"[সহহি বুখারি, ২৬১৯]

তবে কাফেরদের কোন উৎসবের দিন তাদেরকে উপহার দেয়া যাবে না। কেননা এটা এই বাতিল বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দেয়া ও সেটা উদযাপনের পর্যায়ে পড়ে। আর তা যদি এমন হাদিয়া হয় যা বিশ্ব উদযাপনের কাজে লাগে যেমন- খাবার বা মোমবাতি ইত্যাদি তাহলে সেটা আরও বেশি জঘন্য হারাম। কোন কোন আলেমের মতে- সেটা কুফরি। যাইলায়ী তাঁর 'তাবইনুল হাকায়েক' গ্রন্থে (৬/২২৮) এ বলেন: "নওরোজ ও মেলার নামে কিছু দেয়া নাজায়েয। অর্থাৎ এ দুই দিনের নামে প্রদত্ত হাদিয়া হারাম; বরঞ্চ কুফর"। আবুল আহওয়াছ আল-কাবরি (রহঃ) বলেন: "যদি কোন ব্যক্তি পঞ্চাশ বছর আল্লাহর ইবাদত করার পর নওরোজের দিন এসে কতিপয় মুশরিককে কিছু উপহার দেয় এবং এ উপহারের মাধ্যমে এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং তার সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে"। 'আল-জামে আল-আসগার' গ্রন্থকার বলেন: "নওরোজের দিন যদি অপর কোন মুসলিমকে কোন একটা হাদিয়া দেয়; কিন্তু হাদিয়ার উদ্দেশ্য এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না হয় (বর্তমানে অনেক মানুষ যা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে) তাহলে কাফের হবে না। তবে বিশেষভাবে সে দিনে এটা না করাটাই বাঞ্ছনীয়। সে দিনের আগে বা পরে করতে পারে। যাতে করে সে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য না আসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের দলভুক্ত।" আল-জামে আল-আসগার গ্রন্থে বলেন: "যে ব্যক্তি নওরোজের দিন এমন কিছু খরিদ করল যা সে পূর্বে খরিদ করত না, এর মাধ্যমে সে যদি ঐ দিনকে সম্মান করতে চায় তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি সে পানাহার ও নেয়ামত ভোগ করতে চায় তাহলে কাফের হবে না"। সমাপ্ত 'আল-তাজ ওয়াল ইকলিল' গ্রন্থে বলেন: কোন খ্রিস্টানকে তার ঈদ বা উৎসবের দিন উপলক্ষে উপহার দেয়াকে ইবনুল কাসেম মাকরূহ (অপছন্দনীয়) বলেছেন। অনুরূপভাবে কোন ইহুদীকে তার উৎসব উদযাপন উপলক্ষে খেজুর পাতা দেয়াও মাকরূহ। সমাপ্ত। হাম্বলি মাযহাবের ফকিহর গ্রন্থ 'আল-ইকনা' তে বলা হয়েছে- "ইহুদি-খ্রিস্টানদের উৎসবে যোগদান করা, সেই দিন উপলক্ষে বেচাকিনি করা ও উপহার বিনিময় করা হারাম"। সমাপ্ত। বরং এ দিন উপলক্ষে কোন মুসলমানকে হাদিয়া দেয়াও জায়েয নয়। পূর্বোল্লেখিত হানাফি মাযহাবের বক্তব্যে এ কথা এসেছে। শাইখুল ইসলাম (রহঃ) বলেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এ উৎসবগুলোর মৌসুমে এমন কোন উপহার দেয়, এ উৎসব ছাড়া স্বভাবতঃ যে উপহার দেয়া হয় না—সে উপহার গ্রহণ করা যাবে না। বিশেষতঃ সে উপঢৌকনের মাঝে যদি তাদের সাথে সাদৃশ্য তৈরি করে এমন কিছু থাকে। যেমন- যীশুর জন্মদিবস উপলক্ষে মোমবাতি বা এ জাতীয় কিছু উপহার দেয়া অথবা তাদের রোজার শেষে বৃহস্পতিবারে ডিম, দুধ ও ছাগল উপহার দেয়া। একইভাবে এ উৎসবগুলোর মৌসুমে এ উৎসবগুলোকে উপলক্ষ করে কোন মুসলমানকে উপহার দেয়া যাবে না। বিশেষতঃ উপহারটি যদি তাদের সাথে সাদৃশ্য তৈরি করে এমন কিছু হয়; যেমনটি ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি।[ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম ১/২৭৭] তিনি:

আর কাফেরদের উৎসবের দিন তাদের দেয়া উপহার গ্রহণ করতে দোষের কিছু নেই। উপহার গ্রহণ করা— তাদের উৎসবে যোগদান বা এতে স্বীকৃতি প্রদানের পর্যায়ে পড়ে না। বরং ভাল ব্যবহার, সখ্যতা তৈরী, ইসলামের দিকে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে নিয়ে সে উপহার গ্রহণ করা যাবে। যে কাফের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে না আল্লাহ তাআলা সে কাফেরের সাথে ভাল ব্যবহার ও ন্যায্য আচরণ করা বৈধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন

না। নশ্চিয় আল্লাহ ইনসাফকারীদরেকে ভালবাসনে।"[সূরা মুমতাহনিা, আয়াত:০৮]

কন্িতু ভাল ব্যবহার ও ন্যায্য আচরণরে অর্থ এ নয় য, তাদরে সাথে অন্তরঙ্গতা ও ভালবাসা তরৈী হব। কারণ কাফররে সাথে অন্তরঙ্গতা ও ভালবাসা করা জায়যে নয়। তাকে বন্ধু ও সাথী হসিবে গ্রহণ করা যাবে না। যহেতেু আল্লাহ তাআলা বলনে: "যারা আল্লাহ ও পরকালে বশ্বিাস কর, তাদরেকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলরে বরিুদ্ধাচরণকারীদরে সাথে বন্ধুত্ব করতে দখেবনে না, যদওি তারা তাদরে পতিা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গষ্ঠী হয়। তাদরে অন্তরে আল্লাহ ঈমান লখিে দয়িছেনে এবং তাদরেকে শক্তশিালী করছেনে তাঁর সাহায্য দয়ি। তনিি তাদরেকে জান্নাতে দাখলি করবনে, যার তলদশে নদী প্রবাহতি। তারা তথায় চরিকাল থাকব। আল্লাহ তাদরে প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জনেে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হব।"[সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত: ২২] তনিি আরও বলনে: "মুমনিগণ, তামেরা আমার ও তামোদরে শত্রুদরেকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তামেরা তো তাদরে প্রতি বন্ধুত্বরে বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তামোদরে কাছে আগমন করছে, তা অস্বীকার করছ।"[সূরা আল-মুমতাহনিা, আয়াত: ১] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: "হে ঈমানদারগণ! তামেরা মুমনি ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তামোদরে অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি করে না-তামেরা কষ্টে থাক, তাতইে তাদরে আনন্দ। শত্রুতাপ্রসুত বদ্বিষে তাদরে মুখইে ফুটে বরে হয়। আর যা কছিু তাদরে মনে লুকয়িে রয়ছে, তা আরো অনকেগুণ বশেী জঘন্য। তামোদরে জন্যে নদির্শন বশিদভাবে বর্ণনা করে দয়ো হলো, যদি তামেরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।"[সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১১৮] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: "আর পাপষ্ঠিদরে প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তামোদরেকওে আগুনে ধরব। আর আল্লাহ ব্যতীত তামোদরে কোন বন্ধু নাই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না।"[সূরা হুদ, আয়াত: ১১৩] তনিি আরও বলনে: "হে মুমনিগণ! তামেরা ইহুদী ও খ্রস্টিানদরেকে বন্ধু হসিাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপররে বন্ধু। তামোদরে মধ্যে যে তাদরে সাথে বন্ধুত্ব করব;সে তাদরেই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালমেদরেকে পথ প্রদর্শন করনে না।" এগুলো ছাড়াও কাফররে সাথে বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আরও অনকে দললি রয়ছে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে:"কাফররে উৎসবরে দনি তার দয়ো হাদয়িা গ্রহণরে ব্যাপারে আমরা ইতপিূর্বে আলী বনি আবু তালবে (রাঃ) থকেে বর্ণনা করছে যি, একবার তাঁর কাছে নওরোজরে হাদয়িা এল এবং তনিি সটো গ্রহণ করলনে। ইবনে আবু শাইবা বর্ণনা করনে য, একবার এক মহলিা আয়শো (রাঃ) কে জজ্ঞিসে করল, কছিু অগ্নপিূজক মহলিা আমাদরে শশিুদরেকে দুধপান করায়। তাদরে ঈদ-উৎসবরে সময় তারা আমাদরেকে হাদয়িা দয়ে। আয়শো (রাঃ) বললনে: উৎসব উপলক্ষে যা কছিু জবাই করা হয়ে তা খাবে না; কন্িতু তাদরে গাছরে ফল খতেে পার। আবু বারাযা (রাঃ) থকেে বর্ণতি: কছিু অগ্নপিূজক তাঁর প্রতবিশেী ছলি। তারা নওরোজ ও মহেরেযান উপলক্ষে তাকে হাদয়িা দতি। তখন তনিি তাঁর পরবিারকে বলতনে: ফলজাতীয় জনিসিগুলো খাও; আর অন্যগুলো ফলেে দাও। এ দললিগুলো প্রমাণ করে য, কাফরেদরে উৎসবরে সাথে তাদরে হাদয়িা গ্রহণ নষিদ্ধি হওয়ার কোন সম্পর্ক নইে। বরং সব সময়রে বধিান এক। যহেতেু হাদয়িা গ্রহণরে মধ্যে তাদরে ধর্মীয় নদির্শনকে সহযোগতিা করার কছিু নইে। এরপর তনিি দৃষ্টি আকর্ষণ করনে য, আহলে কতিাবরে জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া বধৈ হলওে যা উৎসবরে জন্য জবাই করা হয়ছে তা খাওয়া জায়যে নয়। তনিি বলনে: আহলে কতিাবদরে উৎসবরে সসেব খাবার খাওয়া যাবে যগেুলো কনিে আনা হয়ছে, অথবা হাদয়িা হসিবে এসছে।

তবে উৎসব উপলক্ষে জবাইকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না। আর অগ্নিপূজকদের জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়ার বিধান তো সবার জানা আছে— এটা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান) তাদের ঈদ উপলক্ষ্যে যে প্রাণী জবাই করে অথবা গায়রুল্লাহর নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে তারা যে প্রাণী জবাই করে যেমন- ঈসা (আঃ) বা শুক্রতারার নৈকট্য হাছিলের জন্য (ঠিক মুসলমানরা যেভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য জবাই করে) সেগুলোর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ থেকে দুইটি অভিমত পাওয়া যায়। তাঁর থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে- এগুলো খাওয়া জায়েয হবে না; যদিও জবাই এর সময় গায়রুল্লাহর নাম না নেয়া হয়। এই গোশত খাওয়া হারাম হওয়ার হুকুমটি আয়েশা (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে...।[ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম ১/২৫১] সারকথা হচ্ছে- আপনার খ্রিস্টান প্রতিবেশীর দেয়া হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে; তবে কিছু শর্তসাপেক্ষে। শর্তগুলো হচ্ছে-

এক. হাদিয়াটা জবাইকৃত প্রাণীর গোশত হতে পারবে না; যে প্রাণী তাদের ঈদ-উৎসব উপলক্ষে জবাই করা হয়েছে।

দুই. হাদিয়া এমন কিছু হতে পারবে না যা তাদের উৎসব উদযাপনের সাথে সদৃশতা তৈরী করে। যেমন- মোমবাতি, ডিম, খেজুরের ডাল ইত্যাদি। তিন. নিজের সন্তানদেরকে ওয়ালা ওয়াল বারা (শত্রুতা ও মিত্রতা) এর আকিদা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। যাতে তারা এই উৎসবের প্রতি দুর্বল না হয় অথবা এই উপহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না পড়ে। চার. এই উপঢৌকন গ্রহণের উদ্দেশ্য হবে তাদের সাথে সখ্যতা তৈরী করা, তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া; তাদের প্রতি ভালবাসা বা হৃদ্যতা থেকে নয়। যদি এমন জিনিস দিয়ে হাদিয়া আসে যা গ্রহণ করা জায়েয নয় তাহলে হাদিয়া গ্রহণ না করার কারণ উল্লেখ করে সেটা প্রত্যাহার করতে হবে। যেমন- আপনি বলতে পারে; আমরা আপনার হাদিয়াটি নিতে পারছি না; কারণ এটি আপনাদের উৎসব উপলক্ষে জবাই করা হয়েছে। আমাদের জন্য এটি খাওয়া জায়েয নয়। অথবা এই হাদিয়াগুলো তারা গ্রহণ করতে পারেন যারা এ উৎসব পালনে অংশ গ্রহণ করেন; আমরা তো আপনাদের এ উৎসব পালন করি না; যেহেতু আমাদের ধর্মে এ উৎসব অনুমোদিত নয়; এ উৎসবের মধ্যে এমন কিছু বিশ্বাস আছে যা আমাদের ধর্মমতে সঠিক নয়— এ ধরনের কোন কথা। এ কথাগুলো তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার একটা গ্রাউন্ড তৈরী করবে এবং তারা যে কুফরের মধ্যে রয়েছে এর ভয়াবহতা তুলে ধরবে। মুসলমানের উচিত তার ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ করা। ধর্মীয় বিধানগুলো বাস্তবায়ন করা। লজ্জাবোধ করে অথবা সৌজন্য দেখাতে গিয়ে এক্ষেত্রে কোন শৈথিল্য না দেখানো। বরং আল্লাহকে লজ্জাবোধ করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

আরও জানতে 13642 ও 947 নং প্রশ্ন দেখুন।

আল্লাহই ভাল জানেন।